

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) শিক্ষার্থী শাহরিয়ারের মৃত্যুতে হাসপাতালের চিকিৎসা ও সংঘর্ষের বিষয়ে পাঁচ সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়েছে। এ ঘটনায় সুষ্ঠু তদন্ত হবে এমন আশাসে গভীর রাতে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরেছেন আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা।

গতকাল বুধবার দিবাগত রাত ১টায় রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সামনে এসে কমিটি গঠনের কথা জানান রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় অনুষদের ডিন ও মার্কেটিং বিভাগের সভাপতি মো. ফরিদুল ইসলাম।

advertisement 3

তিনি বলেন, শাহরিয়ারের মৃত্যুতে সহপাঠীরা কতটুকু মর্মাহত, এটা তারা বুঝতে পারছেন। তবে হাসপাতালে যে ঘটনা ঘটে গেছে, সবাই চায় তার সুষ্ঠু বিচার হোক। এ বিষয়ে সবাই একমত। ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা যাতে না ঘটে সেটাও তারা দেখবেন।

advertisement 4

ফরিদুল ইসলাম আরও বলেন, এখানে গ্রাম পর্যায়ের মানুষ থেকে সবাই চিকিৎসা নেন। এই মুহূর্তে তিন হাজার রোগী ভর্তি আছেন। মরণাপন্ন অনেক রোগী আছে। এখানে এই ঘটনা (হামলা-সংঘর্ষ) কেন ঘটল, কীভাবে ঘটল, তার বিচার হবে।

এ সময় রাজশাহী মহানগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ডাবলু সরকার, রাজশাহী মহানগর পুলিশ কমিশনার আবু কালাম সিদ্দিক শিক্ষার্থীদের আশ্বস্ত করে বক্তব্য দেন। এর পর শিক্ষার্থীরা রাত ২টার দিকে ক্যাম্পাসে ফেরেন। তাদের ফেরার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বাসের ব্যবস্থা করেছে।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, বুধবার রাত ৮টার দিকে শহীদ হবিবুর রহমান হলের তৃতীয়তলার বারান্দা থেকে পড়ে যান মার্কেটিং বিভাগের চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী কে জি এম শাহরিয়ার। অ্যাম্বুলেন্সে করে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আনা হলে জরুরি বিভাগে তাকে মৃত ঘোষণা করা হয়। এ ঘটনায় চিকিৎসায় অবহেলার অভিযোগে হাসপাতালে ভাঙ্চুর চালান শিক্ষার্থীরা।

শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, সহপাঠী চিকিৎসার অবহেলায় মারা যাওয়ায় তারা উত্তেজিত হয়ে পড়েন। ওই সময় হাসপাতালের ইন্টার্ন চিকিৎসক ও আনসার সদস্যরা তাদের মারধর করেন। একপর্যায়ে তারা হাসপাতালের গাছের টব ভাঙেন। এ ঘটনায় পরে মেডিকেল কলেজ শিক্ষার্থীরা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন।

শাহরিয়ারকে সঠিকভাবে চিকিৎসা দেওয়া হয়নি অভিযোগ করে হাসপাতালে আসা শিক্ষার্থীদের কয়েকজন বলেন, তারা শাহরিয়ারকে জরুরিভাবে নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) নিতে বলেন। কিন্তু হাসপাতালে জরুরি বিভাগে থাকা ইন্টার্ন চিকিৎসকেরা বলেন, চিকিৎসকের রেফারেন্স লাগবে। পরে ওই শিক্ষার্থী সেখানেই মারা যান।

এদিকে অভিযোগের বিষয়ে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের নার্সিং সভাপতি শাহাদাতুন নুর লাকী বলেন, ওই রোগী আসার পর প্রয়োজনীয় চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। আসলে উনি আগেই মারা গিয়েছিলেন। এ অবস্থায় ‘ডাক্তার কই, ডাক্তার কই’ করে যখন ছাত্ররা উত্তেজিত হয়ে পড়েন, তখন ইন্টার্ন চিকিৎসক ভয় পেয়ে দরজা লাগিয়ে দেন। পরে ওই সংঘর্ষ শুরু হয়।

রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে কর্তব্যরত ইন্টার্ন চিকিৎসকেরা সবাই একযোগে হাসপাতাল ত্যাগ করেছেন। এ বিষয়ে হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল শামীম ইয়াজদানী জানিয়েছেন, ইন্টার্ন চিকিৎসকেরা নিরাপত্তাহীনতার কথা বলে হাসপাতাল ছেড়ে চলে গেছেন।

ইন্টার্ন চিকিৎসকদের দাবি, হাসপাতালে হামলাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। তাদের নিরাপত্তা দিতে হবে। এ দাবিতে রাত ১২টার দিকে তারা অনিদিষ্টকালের জন্য ধর্মঘটের ডাক দিয়ে হাসপাতাল থেকে চলে গেছেন।